বাংলাদেশ ব্যাংক

(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।
Website: www.bb.org.bd

ফাইন্যান্স কোম্পানি প্রবিধি ও নীতি বিভাগ

এফসিআরপিডি সার্কুলার নং-০২

তারিখ: ৩১ আষাঢ় ১৪৩৩ / ১৫ জুলাই ২০২৬

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল ফাইন্যান্স কোম্পানি।

প্রিয় মহোদয়,

ঋণ/লীজ/বিনিয়োগ অবলোপন (write off) নীতিমালা।

উপর্যুক্ত বিষয়ে ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০২, তারিখ: ০১ এপ্রিল ২০১৯ এবং ডিএফআইএম সার্কুলার লেটার নং-০৮, তারিখ: ৭ জুন ২০২২ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

২। ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে অনাদায়ী ঋণ হিসাবসমূহকে বিদ্যমান নিয়মানুযায়ী বিরূপমানে শ্রেণিকরণপূর্বক এর বিপরীতে নির্ধারিত হারে সংস্থান সংরক্ষণ করতে হয়। তবে, দীর্ঘদিন ধরে অনাদায়ী ঋণ হিসাবসমূহকে স্থিতিপত্রে প্রদর্শনের ফলে স্থিতিপত্রের আকার অনাবশ্যক স্ফীত হয়। ফলে, এ সকল মন্দ ও ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত ঋণ নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক অবলোপন করা হয়, যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি পদ্ধতি। সূত্রোক্ত সার্কুলার/সার্কুলার লেটারে ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহের জন্য এরূপ অবলোপনযোগ্য ঋণ/লীজ/বিনিয়োগ হিসাব চিহ্নিতকরণ, অবলোপন পদ্ধতি, অবলোপনকৃত ঋণ আদায় কার্যক্রম, রিপোর্টিং পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা রয়েছে। এক্ষণে, আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সার্কুলার হালনাগাদকরণের আবশ্যকতা পরিলক্ষিত হয়েছে। এ বিষয়ে ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহকে শ্রেণিকৃত ঋণ/লীজ/বিনিয়োগ অবলোপনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণের নির্দেশনা দেয়া হলো।

৩। অবলোপনযোগ্য ঋণ/লীজ/বিনিয়োগ হিসাব চিহ্নিতকরণ:

ক) যে সকল ঋণ/লীজ/বিনিয়োগ হিসাব মন্দ ও ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত রয়েছে, শ্রেণিকৃত ঋণের বিপরীতে সম্পূর্ণ সংস্থান(provision) সংরক্ষিত রয়েছে এবং নিকট-ভবিষ্যতে আদায়ের কোনো সম্ভাবনা নেই; এই ৩টি শর্ত যুগপৎভাবে পরিপালন সাপেক্ষে ঋণ/লীজ/বিনিয়োগ হিসাব অবলোপন করা যাবে। কালানুক্রমিকভাবে অধিকতর পুরোনো মন্দ ও ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত ঋণসমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অবলোপন করা যাবে; এবং

খ) ফাইন্যান্স কোম্পানি উপযুক্ত আইনী প্রমাণক সংগ্রহ সাপেক্ষে মৃত ব্যক্তির নিজ নামে অথবা তাঁর একক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নামে গৃহীত ঋণ/লীজ/বিনিয়োগ হিসাব ঋণ-শ্রেণীমান নির্বিশেষে অবলোপন করতে পারবে। একক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির উপার্জনক্ষম উত্তরসূরী রয়েছে কিনা তা বিবেচনায় নিতে হবে।

৪। ঋণ/লীজ/বিনিয়োগ হিসাব অবলোপন পদ্ধতি:

ক) অবলোপনযোগ্য ঋণের বিপরীতে ফাইন্যান্স কোম্পানির অনুকূলে বন্ধকিকৃত সম্পত্তি (যদি থাকে) নিয়মানুগভাবে বিক্রয়ের প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। বিক্রয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে এবং নিশ্চয়তা প্রদানকারী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ (guarantor) এর নিকট হতে পাওনা অর্থ আদায়ে সমর্থ না হলে উক্ত ঋণ/লীজ/বিনিয়োগ হিসাব অবলোপনের আওতায় আসবে।

খ) অবলোপনের জন্য নির্বাচিত ঋণ/লীজ/বিনিয়োগ হিসাবসমূহের ক্ষেত্রে পূর্বে আইনগত ব্যবস্থা সূচিত না হয়ে থাকলে অবলোপনের পূর্বে অবশ্যই অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ অনুযায়ী মামলা দায়ের করতে হবে। তবে, ক্ষুদ্র অংকের ঋণের ক্ষেত্রে অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর আওতায় অত্যাবশ্যকীয়ভাবে মামলাযোগ্য না হলে প্রয়োজনে ৫,০০,০০০/-(পাঁচ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত যে কোন অংকের অবলোপনযোগ্য ঋণ/লীজ/বিনিয়োগ হিসাব আদালতে মামলা দায়ের ব্যতিরেকে এ সার্কুলারের নির্দেশনা পরিপালন সাপেক্ষে অবলোপন করা যাবে।

গ) ঋণ/লীজ/বিনিয়োগ হিসাব অবলোপনের ক্ষেত্রে স্থগিত সুদ (interest suspense) বাবদ সংরক্ষিত অর্থ ঋণ স্থিতি হতে বাদ দেয়ার পর অবশিষ্ট ঋণ স্থিতির সমপরিমাণ সংস্থান সংরক্ষণ করতে হবে। উক্ত সংস্থান লাভ-ক্ষতি হিসাবের আয় খাত বিকলনপূর্বক সংরক্ষিত হতে হবে। অর্থাৎ প্রয়োজনীয় সংস্থান সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত সংস্থানপূর্ব পরিচালন মুনাফা না থাকলে উক্ত হিসাবায়িত সংস্থান আলোচ্য ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে না। প্রয়োজনে, অবলোপনের জন্য চিহ্নিত প্রতিটি ঋণ/লীজ/বিনিয়োগ হিসাবের বিপরীতে রক্ষিত সংস্থান পর্যাপ্ত না হলে চলতি বছরের আয় খাত বিকলন করে অবশিষ্ট সংস্থান সংরক্ষণ করা যাবে।

ঘ) ঋণ/লীজ/বিনিয়োগ হিসাব আংশিক অবলোপনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণীয় হবে-

(১) মন্দ ও ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত এবং নিকট-ভবিষ্যতে আদায় সম্ভাবনা নেই এরূপ ঋণ/লীজ/বিনিয়োগ হিসাব আংশিক অবলোপন করা যাবে। এক্ষেত্রে, ঋণ/লীজ/বিনিয়োগ হিসাব শ্রেণিকরণ ও সংস্থান সংরক্ষণ সম্পর্কিত সার্কুলারে উল্লিখিত যোগ্য জামানত(eligible collateral) দ্বারা ঋণের যে অংশটুকু আবৃত সে অংশটুকু 'আদায়যোগ্য' মর্মে বিবেচিত হবে। 'আদায়যোগ্য' অংশটুকু বাদ দেয়ার পর অবশিষ্ট অংশকে অবলোপন করা যাবে;

(২) ৫০(পঞ্চাশ) লক্ষ ও তদনিম্ন ঋণ হিসাবসমূহের ক্ষেত্রে ফাইন্যান্স কোম্পানি নিজে এবং ৫০ লক্ষ ও তদূর্দ্ধ ঋণ হিসাবসমূহের ক্ষেত্রে পেশাদার জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা ঋণ হিসাবের বিপরীতে বন্ধকীকৃত জামানতের প্রকৃত বাজারমূল্য নিরূপণ/পুনঃনিরূপণ করতে হবে। এরূপ সম্পত্তি মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তালিকাভুক্ত হতে হবে। পরবর্তী সময়ে কোন পরিদর্শনে বা কোন নিরীক্ষায় যদি প্রমাণিত হয় যে, অবলোপন সুবিধার উদ্দেশ্যে বন্ধকী সম্পত্তির মূল্য কৃত্রিমভাবে হ্রাস/বৃদ্ধি করা হয়েছে, তবে উক্ত কর্মকর্তা ও মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে স্থায়ীভাবে কালো তালিকাভুক্তকরণের নিমিত্তে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে এবং সংশ্লিষ্টদের বিরূদ্ধে ফৌজদারি কার্যবিধি অনুসারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ সংক্রান্ত তথ্যাদি বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক CMMS-এ সংরক্ষণের নিমিত্তে দাখিল করতে হবে;

(৩) এরূপ আংশিক অবলোপনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাবের আসল ও সুদের অংশের মধ্যে আরোপিত সুদের অংশ আগে অবলোপন করতে হবে;

(৪) আংশিক ঋণ অবলোপনের ক্ষেত্রে অবলোপনকালীন মোট অনারোপিত সুদের অংশকেও আনুপাতিক হারে পৃথক করে আলাদাভাবে হিসাবায়ন করতে হবে;

(৫) ঋণগ্রহীতার নিকট হতে জামানত ব্যতীত আদায়কৃত অর্থ দ্বারা প্রথমে স্থিতিপত্র বহির্ভূত অবলোপনকৃত ঋণের বিপরীতে পাওনা সমন্বয় করতে হবে। আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ মোট অবলোপনকৃত ঋণের বিপরীতে পাওনার বেশী হলে উদ্বৃত্ত অংশ দ্বারা সংশ্লিষ্ট ঋণহিসাবের স্থিতিপত্রে প্রদর্শিত বকেয়া ঋণস্থিতি সমন্বয় করতে হবে। তবে, গ্রাহকের নিকট প্রাপ্য মোট বকেয়া পাওনা নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্থিতিপত্রে প্রদর্শিত বকেয়া ঋণস্থিতি ও তার বিপরীতে অনারোপিত সুদ এবং অনাদায়ী অবলোপনকৃত ঋণের বিপরীতে পাওনার সমষ্টিকে বিবেচনা করতে হবে; এবং

(৬) ঋণের আংশিক অবলোপনকৃত অংশ সমন্বয় পরবর্তীতে স্থিতিপত্রে প্রদর্শিত অংশ আদায়ের লক্ষ্যে উক্ত ঋণ হিসাবের অনুকূলে পুনঃতফসিল বা এক্সিট সুবিধা প্রদান করা যাবে।

ঙ) কোন ঋণ/লীজ/বিনিয়োগ হিসাবের অবলোপন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে হেড অব ইন্টারনাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স ডিপার্টমেন্ট এর মতামতসহ প্রধান নির্বাহীর নেতৃত্বে অবলোপন ন্যায্যতা সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন (write-off justification report) প্রস্তুতপূর্বক পর্ষদ সভায় দাখিল করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট ঋণ নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে। মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রত্যেক ঋণ হিসাব ও গ্রাহকের জন্য আলাদা আলাদাভাবে প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিবেদনে ঋণ অনুমোদন ও মঞ্জুরী প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের নাম, পর্ষদ সংশ্লিষ্ট তথ্য, ঋণ হিসাবটির স্বার্থসংশ্লিষ্টতা সংক্রান্ত তথ্য, ঋণ আদায়ে গৃহীত পদক্ষেপ,

এবং উক্ত পদক্ষেপ ব্যর্থ হওয়ার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যাসহ নিকট-ভবিষ্যতে কেন ঋণ আদায়ে কোনো ধরণের সম্ভাবনা নেই ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা থাকতে হবে। বিতরণকৃত ঋণের সদ্ব্যবহার না করে fund diversion করা কিংবা জাল-জালিয়াতি বা প্রতারণার মাধ্যমে বা অস্তিত্ববিহীন প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ সৃষ্টি হয়ে থাকলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও গৃহীত আইনগত ব্যবস্থা নিষ্পত্তি হওয়া সংক্রান্ত তথ্যের উল্লেখ করতে হবে। এছাড়াও ঋণ পরিশোধের অনুরোধ জানিয়ে গ্রাহককে সময়ে সময়ে প্রদত্ত নোটিশ, পুনঃনোটিশ(reminder), ফলো-আপ কার্যক্রম, আইনগত নোটিশ এবং অন্যান্য গৃহীত ব্যবস্থাদির প্রমাণকসহ সার্বিক অবস্থার বিবরণ প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকতে হবে। উক্ত প্রতিবেদনে আইসিসি প্রধানকে এই মর্মে ব্যক্তিগত সততা ও দায়বদ্ধতা ঘোষণা সংযুক্ত করতে হবে যে, উক্ত ঋণটি মঞ্জুর বা অবলোপন প্রক্রিয়ার কোন স্তরেই বিদ্যমান বিধিবিধান ও নৈতিকতা লঙ্ঘন করা হয়নি।

চ) প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে পরিচালনা পর্ষদ ঋণ অবলোপনের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনো ঋণ/লীজ/বিনিয়োগ হিসাব অবলোপন করা যাবে না।

ছ) অন্যূন ১০(দশ) কর্মদিবস পূর্বে নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতাকে ঋণ অবলোপন এবং ঋণ/লীজ/বিনিয়োগ আদায়ে আইনী প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার বিষয়টি অবহিত করতে হবে।

৫। অবলোপনকৃত ঋণ আদায় ও তদারকি:

ক) ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩ এর ৩২ ধারা অনুযায়ী অবলোপনের পরও সংশ্লিষ্ট ঋণ/লীজ/বিনিয়োগ-এর উপর ফাইন্যান্স কোম্পানির দাবী বহাল থাকবে। অবলোপনকৃত ঋণ/লীজ/বিনিয়োগ আদায়ের লক্ষ্যে আইনগত প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে।

খ) ফাইন্যান্স কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সরাসরি তত্ত্বাবধানে প্রধান কার্যালয়ে 'অবলোপনকৃত ঋণ আদায় ইউনিট' (ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে 'অবলোপনকৃত বিনিয়োগ আদায় ইউনিট') নামে একটি পৃথক ইউনিট গঠন করতে হবে;

গ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার ২ ধাপ নীচে নন এরূপ একজন কর্মকর্তাকে অবলোপনকৃত ঋণ আদায় ইউনিটের প্রধান হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে;

ঘ) উক্ত ইউনিটে ঋণ মঞ্জুরী কার্যক্রম, ঋণের ডকুমেন্টেশন ও ঋণ আদায়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের বহাল করতে হবে। এছাড়া, ন্যূনতম ১(এক) জন আইন বিষয়ে ডিগ্রিধারী কর্মকর্তাকে এ ইউনিটে বহাল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যে শাখা/বিভাগের অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে ঐ শাখা/বিভাগের সংশ্লিষ্ট একজন উপযুক্ত কর্মকর্তাকে আদায় কার্যক্রমে সংযুক্ত করতে হবে;

ঙ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ/পুনঃনিয়োগকালে উক্ত পদের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট Terms of Reference (ToR) এ অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের পাশাপাশি আবশ্যিকভাবে এ সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

চ) অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে ফাইন্যান্স কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সক্ষমতা/বাৎসরিক আদায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন তাঁর উক্ত পদে পুনঃনিয়োগের ক্ষেত্রে কর্ম উৎকর্ষতার অন্যতম মানদন্ড হিসেবে বিবেচনা করতে হবে;

ছ) অবলোপনকৃত ঋণ আদায় অগ্রগতির বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে অবলোপনকৃত ঋণ আদায় ইউনিট কর্তৃক মাসিক ভিত্তিতে সভা আয়োজন করতে হবে। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ কার্যবিবরণী আকারে লিপিবদ্ধ করতে হবে;

জ) অবলোপনকৃত ঋণ আদায় সম্পর্কিত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতি ত্রৈমাসিকে পরিচালনা পর্ষদের সভায় উপস্থাপন করতে হবে;

ঝ) পাওনা আদায়ে দায়েরকৃত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দক্ষ এবং খেলাপী ঋণ আদায় সংক্রান্ত মামলা পরিচালনায় অভিজ্ঞ আইনজীবী নিয়োগসহ অন্যান্য আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

ঞ) অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আইন বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাসহ লিগ্যাল রিটেইনারের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন;

ট) ফাইন্যান্স কোম্পানির নিজস্ব নীতিমালা মোতাবেক অবলোপনকৃত ঋণ আদায় কার্যক্রমে বিশেষ অবদান রাখা কর্মকর্তাগণকে প্রয়োজনে নগদ প্রণোদনা প্রদান করা যাবে। শুধুমাত্র পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে প্রণীত নীতিমালার আওতায় নগদ প্রণোদনা প্রদান করা যাবে; এবং

ঠ) ভবিষ্যতে এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী কার্যকর হলে ফাইন্যান্স কোম্পানির স্বার্থ সংরক্ষণপূর্বক অবলোপনকৃত ঋণ বিক্রয় করা যাবে। সেক্ষেত্রে বিক্রয়ের বিপরীতে প্রাপ্ত অর্থ ফাইন্যান্স কোম্পানির আয় খাতে স্থানান্তর করতে হবে।

৬। অবলোপনকৃত ঋণ/লীজ/বিনিয়োগ হিসাব রিপোর্টিং পদ্ধতিঃ

ক) অবলোপনকৃত ঋণের হিসাব একটি পৃথক লেজারে সংরক্ষণ করতে হবে। ফাইন্যান্স কোম্পানির বার্ষিক রিপোর্ট/স্থিতিপত্রে ক্রমপুঞ্জীভূত ও চলতি বছরে অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ পৃথকভাবে "Notes to the accounts" এ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

খ) খেলাপী ঋণগ্রহীতার ঋণ/লীজ/বিনিয়োগ অবলোপন করা হলেও সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা তাঁর ঋণের দায় সম্পূর্ণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত যথানিয়মে "খেলাপী" হিসেবে চিহ্নিত হবে। অবলোপনকৃত ঋণ/লীজ/বিনিয়োগ এর তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি)-তে "BLW" হিসেবে যথারীতি রিপোর্ট করতে হবে।

গ) ঋণ/লীজ/বিনিয়োগ অবলোপন সংক্রান্ত তথ্য প্রতি ত্রৈমাসিকে ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০৯, তারিখ: ২৯/১১/২০১২ ও ডিএফআইএম সার্কুলার লেটার নং-২৯, তারিখ: ০৭/১০/২০২৪ এর নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের EDW portal ব্যবহার করে T_PS_M_WRITE_OFF_LOANLEASE টেমপ্লেট এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করতে হবে।

ঘ) অবলোপনকৃত ঋণ আদায় ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষরসহ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা ক্ষেত্রমতে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার অনুপস্থিতিজনিত কারণে চলতি দ্বায়িত্বে কর্মরত কর্মকর্তার প্রতিস্বাক্ষরে অবলোপনকৃত ঋণ আদায় অগ্রগতি প্রতিবেদন (পরিশিষ্ট-'ক' এ বর্ণিত ফরম্যাট অনুযায়ী) প্রতি ত্রৈমাস অন্তে পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে এ বিভাগে দাখিল করতে হবে।

৭। অন্যান্য বিধি-নিষেধঃ

ক) অবলোপনকৃত ঋণ/লীজ/বিনিয়োগ হিসাব পুনঃতফসিল বা পুনর্গঠন করা যাবে না। শুধুমাত্র Exit Plan এর আওতায় এরূপ ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব এর পরিশোধসূচী নির্ধারণ করা যেতে পারে। তবে, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা তাঁর ঋণের দায় সম্পূর্ণ পরিশোধিত না হওয়া পর্যন্ত যথানিয়মে খেলাপী ঋণগ্রহীতা হিসেবে সিআইবি-তে রিপোর্টকৃত হবেন এবং উক্ত ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবসমূহ মন্দ ও ক্ষতিজনক (সিআইবি-তে BLW) হিসেবে শ্রেণিকৃত থাকবে;

খ) কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানির কোনো বর্তমান বা প্রাক্তন পরিচালক বা পরিচালক থাকাকালীন নিজ নামে বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/নিকট আত্মীয়দের নামে গৃহীত ঋণ/লীজ/বিনিয়োগ হিসাব অবলোপনের আবশ্যকতা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট ফাইন্যান্স কোম্পানি তাদের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক হিসাবটি নিরীক্ষা করতঃ অবলোপনের প্রকৃত কারণ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে। উক্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে হেড অব ইন্টারনাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স (এইচআইসিসি) এর মতামতসহ পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। অতঃপর সমুদয় দলিলাদি ও কার্যবিবরণীসহ

বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ হতে অবলোপনের বিষয়ে পূর্বানুমোদন গ্রহণের জন্য আবেদন করতে হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ বাংকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত মর্মে বিবেচিত হবে;

গ) ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩ বা ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর আওতায় তালিকাভুক্ত কোনো ইচ্ছাকৃত খেলাপী ঋণগ্রহীতার ঋণ হিসাব অবলোপন করা যাবে না;

ঘ) কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানির স্থিতিপত্রে থাকা অপেক্ষাকৃত পুরোনো মন্দ ও ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত ঋণ হিসাব বহাল রেখে কোনো নতুন বছরের বা অপেক্ষাকৃত নতুন খেলাপী ঋণ অবলোপন করা যাবে না। অবলোপন প্রক্রিয়া অবশ্যই ক্রমানুসারে (chronological order-older stage first) সম্পন্ন করতে হবে, যদি না পুরোনো হিসাবটির ক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট আইনী নিষেধাজ্ঞা বা আদালতের স্থগিতাদেশ থাকে;

ঙ) প্রতিটি ফাইন্যান্স কোম্পানিকে অবলোপনকৃত ঋণের মোট স্থিতি হতে প্রতিবছর কমপক্ষে ৫% আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে। কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানি পরপর ২(দুই) বছর এই ন্যূনতম লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হলে উক্ত ফাইন্যান্স কোম্পানির ক্যামেলস রেটিং এর ব্যবস্থাপনা (Management) উপাদানটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবনমন (Downgrade) করা হবে এবং লভ্যাংশ ঘোষণার উপর বিধি নিষেধ আরোপ করা হবে; এবং

চ) বিএফআইইউ কর্তৃক সংজ্ঞায়িত PEPs কিংবা IPs বা তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ঋণ/লীজ/বিনিয়োগ হিসাব অবলোপনের ক্ষেত্রে এ সার্কুলারের বর্ণিত বিধিবিধান পরিপালনপূর্বক পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন গ্রহণ করার পর এ বিভাগের অনুমোদনের জন্য আবেদন করতে হবে।

৮। ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০২, তারিখ: ০১ এপ্রিল ২০১৯ এবং ডিএফআইএম সার্কুলার লেটার নং-০৮, তারিখ: ৭ জুন ২০২২ এতদ্বারা রহিত করা হলো।

৯। ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩ এর ৪১(২) নং ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো, যা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(আবুল কালাম আজাদ)
পরিচালক (এফসিআরপিডি)
ফোনঃ ৯৫৩০১৭৮।

পরিশিষ্ট-'ক'

অবলোপনকৃত ঋণ আদায় অগ্রগতি প্রতিবেদন

---------- তারিখ ভিত্তিক

ফাইন্যান্স কোম্পানির নাম:

১. ঋণ/লীজ/বিনিয়োগ হিসাব অবলোপন সংক্রান্ত তথ্য:

বর্তমান ত্রৈমাসিকে					ক্রমপুঞ্জিভুত অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ	মোট অবলোপনকৃত ঋণ হিসাব সংখ্যা	চলমান মামলা সংখ্যা
অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ	অবলোপনকৃত ঋণ হিসাব সংখ্যা	অবলোপনকৃত ঋণের বিপরীতে আদায়	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

২. ঋণ/লীজ/বিনিয়োগ হিসাব আংশিক অবলোপন সংক্রান্ত তথ্য:

বর্তমান ত্রৈমাসিকে							ক্রমপুঞ্জিভুত আংশিক অবলোপন কৃত ঋণের পরিমাণ	মোট আংশিক অবলোপন কৃত ঋণ হিসাব সংখ্যা	চলমান মামলার সংখ্যা
ঋণ স্থিতি	আদায়যোগ্য ঋণের পরিমাণ	আংশিক অবলোপন কৃত ঋণের পরিমাণ	আংশিক অবলোপন কৃত ঋণ হিসাব সংখ্যা	আংশিক অবলোপন কৃত ঋণের বিপরীতে আদায়	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তি কৃত মামলার সংখ্যা			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

অবলোপনকৃত ঋণ আদায় ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা:

স্বাক্ষর:

নাম:

পদবী:

মোবাইল:

ই-মেইল:

প্রতিস্বাক্ষরিত:

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (নাম ও স্বাক্ষর)